

प्रिय नयि
प्रियतमा



বই	প্রিয় নবির প্রিয়তমা
লেখক	শাইখ আশরাফ মুহাম্মদ আল-ওয়াহশ
ভাষান্তর	খোবাইব আহমাদ সাঈদ
সম্পাদনা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্ষদ
বানান সমন্বয়	মাকামে মাহমুদ
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্কসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

প্রিয় নবির প্রিয়তমা



শাইখ আশরাফ মুহাম্মদ আল-ওয়াহশ



মুহাম্মদ পাবলিশিংসন



প্রবন্ধের অন্তর্দর্শন

নিছক কোনো শুষ্ক আদর্শ বা মতবাদ নয়, শুধু নীতিকথা নয়, দায়হীন কোনো প্রগলভতা নয়, কঠিন কঙ্করময় বাস্তবতার পথ মাড়িয়ে জীবনের সূক্ষ্মতম দিকগুলো পৃথিবীর যে শ্রেষ্ঠতম মহামানব জারণ করেছেন, নির্মাণ করেছেন, বিকাশ ঘটিয়েছেন, ফুল ফুটিয়েছেন, তাঁর নাম হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তাঁর পবিত্র হৃদয়ের লেনাদেনা কেমন ছিল, তাঁর ঘরসংসার কীরূপ মহিমাষিত ছিল, তাঁর প্রিয়তমা সঙ্গিনী তথা মুহতারামা আহলিয়ার সঙ্গে তিনি কেমন সৌন্দর্যে এবং কাঙ্ক্ষিত চালচিত্রে তুলনাহীন একটি সহজ ও সখ্যমধুর মহানুভব জীবন উদযাপন করেছেন, তার তরতাজা ঈমানদীপ্ত মহাবরকতময় দাস্তান এই গ্রন্থের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে।

প্রিয় পাঠক, ‘প্রিয় নবির প্রিয়তমা’ গ্রন্থটি তাই আপনার অন্তরঙ্গ দ্বীনি জীবনসম্পর্ক নির্মাণের একটি অনুপম উজ্জ্বল আলোক দিশারি!

পরিশেষে, বরাবরের মতোই আমি বলবো, এ কাজে যা-কিছু ভালো ও কল্যাণকর, তার সবই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর অসুন্দর যত, তা কেবল আমাদের চর্চা ও অনুশীলনের সীমাবদ্ধতা। বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তাআলা জাজায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান

১৯ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি.

সূচিপত্র



প্রিয় নবির প্রিয়তমা-১

উন্মুল মুমিনি

খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ আসাদি—১৭

[রাদিয়াল্লাহু আনহা]

তাহেরা	১৭
ব্যবসায়ী খাদিজার সঙ্গে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত নবি	১৮
বরকতপূর্ণ বিবাহ	১৯
খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সন্তানাদি	২১
জয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা	২৩
রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা	২৩
উন্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহা	২৪
ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা	২৪
ওহি অবতরণ	২৬
বুদ্ধিমত্তায় খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা	৩১
আমি যদি হতাম তাদের চতুর্থজন!	৩৪
যেমন হবে তাঁর জন্মতি বাড়ি	৩৫
সকল রমণীর সরদার	৩৭
বয়কটকালে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা	৩৯
শোকের বছর	৪০
খাদিজার হার	৪২
একেই বলে বিশ্বস্ততা	৪৩

প্রিয় নবির প্রিয়তমা-২

উন্মুল মুমিনি

আয়েশা বিনতে আবু বকর সিদ্দিক—৪৫

[রাদিয়াল্লাহু আনহা]

যে কারণে ভাগ্যবতী ৪৫

প্রিয় নবির প্রিয়তমা ▶

আপনার হবু স্ত্রী	৪৬
নববধূর হিজরত	৪৮
বরকতময় বিবাহ	৪৯
হুমায়রা	৫০
সুলাইমান আলাইহিস সালামের ডানাঅলা ঘোড়া!	৫১
নবিজির কাছে তাঁর অবস্থান	৫৩
আয়েশার সন্তুষ্টি	৫৪
প্রিয়তমার দৌড় প্রতিযোগিতা	৫৫
জিবরাইলের পক্ষ থেকে সালাম	৫৬
সাবাস, আবু বকরের বোটি!	৫৬
অপবাদের শিকার	৫৮
প্রিয় স্বামীর মৃত্যুর সময় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা	৬৪
দুনিয়াবিমুখতা ও বদান্যতা	৬৬
ইলমের গভীরতা	৬৯
ভাষার বিশুদ্ধতা ও নসিহত	৭১
লজ্জা ও ইবাদত	৭২
বন্ধুদের সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে	৭৩

প্রিয় নবির প্রিয়তমা-৩

উম্মুল মুমিনিন

সাওদা বিনতে জামআহ আমেরি—৭৫

[রাদিয়াল্লাহু আনহা]

ইসলাম গ্রহণ	৭৫
হিজরতের প্রথম সফর	৭৬
সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র স্বপ্ন	৭৮
প্রিয়নবির সঙ্গে আলাপচারিতা	৭৮
স্বপ্ন বাস্তবায়ন	৮০
হিজরতের দ্বিতীয় সফর	৮১
বদরের বন্দি ও সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা	৮২
প্রিয়নবির সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টা	৮৪
নাক চেপে ধরে রেখেছি	৮৬
দাজ্জাল এসেছে!	৮৭
তুমি তাঁর চেহারা মাখিয়ে দাও	৮৮

যার হাত বেশি লম্বা!	৮৯
সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইলম	৯০
বিদায় হজ ও সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা	৯১
চির বিদায়ের পথে	৯৩
বড় নিদর্শন	৯৪

প্রিয় নবির প্রিয়তমা-৪

উম্মুল মুমিনিন

হাফসা বিনতে উমর ইবনুল খাতাব—৯৫

[রাদিয়াল্লাহু আনহা]

পরিচিতি	৯৫
বিবাহ বন্ধন	৯৬
মদিনায় হিজরত	৯৭
বদর যুদ্ধ	৯৮
শহীদের বিধবা স্ত্রী	১০১
হাফসার জন্য স্বামীর সন্ধানে	১০১
যথাযথ প্রতিদান	১০৩
সে তো তাঁর বাপেরই বেটি	১০৪
মহা গুপ্ত রহস্য	১০৫
অধিক রোজাদার ও তাহাজ্জুদগুজার	১০৭
উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক হাফসাকে নসিহত	১০৮
প্রিয়নবির নির্জন বাস	১০৮
সমস্যার সমাধান	১১১
মূল্যবান আমানত	১১৩
ফারুকি পরিবারের দুনিয়াবিমুখতা	১১৪
পরপারের উদ্দেশ্যে	১১৫

প্রিয় নবির প্রিয়তমা-৫

উম্মুল মুমিনিন

উম্মে সালামা হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া মাখজুমি—১১৭

[রাদিয়াল্লাহু আনহা]

পরিচিতি	১১৭
আবিসিনয়ার উদ্দেশ্যে হিজরত	১১৮

কুরাইশদের ষড়যন্ত্র	১১৯
মদিনার পানে	১২২
বিয়োগান্তক ঘটনা	১২৩
কী অভূত মিথ্যা!	১২৫
জান্নাতি স্বামী-স্ত্রী	১২৫
বিশ্বস্ত স্ত্রী	১২৬
উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার সন্তান-সন্ততি	১২৮
আবু সালামার চেয়ে শ্রেষ্ঠ সে জন কে!	১৩০
শ্রেষ্ঠ মানবের সঙ্গে বিবাহ	১৩১
আরবের বিধবা যখন নববি ঘরে	১৩৩
প্রেমময় রাসুল	১৩৪
নাঞ্জাশি বাদশার উপটোকন	১৩৫
আহলে বাইত	১৩৬
লাববাইক আল্লাহুমা লাববাইক	১৩৭
হুদাইবিয়ার সন্ধি ও উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা	১৩৮
তাঁর বাগ্মিতা এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাব	১৪১
ভাইয়ের জন্যে সুপারিশ	১৪২
বদান্যতা ও দানশীলতা	১৪৩
হজ এবং বিদায়	১৪৫
পরলোক গমন	১৪৬

প্রিয় নবির প্রিয়তমা-৬

উম্মুল মুমিনিন

জয়নাব বিনতে জাহাশ আসাদি—১৪৭

[রাদিয়াল্লাহু আনহা]

বংশপরিক্রমা	১৪৭
বন্দি ছেলে	১৪৯
ইসলাম বনাম পালকপুত্র	১৫১
সমতা	১৫২
ঐশী আদেশে বিবাহ	১৫৫
মদিনায় গুজব রটনাকারী	১৫৭
আল্লাহ উত্তম পুরস্কারদাতা	১৫৮
স্মরণীয় ওলিমা	১৫৯

পর্দার বিধান	১৬১
নবিজির কাছে তাঁর অবস্থান	১৬৩
বিনয়ী ও সবিনয় প্রার্থনাকারী	১৬৫
নবিজির অসিয়তের প্রতি গুরুত্ব	১৬৬
সবচেয়ে লম্বা হাতের অধিকারিণী	১৬৬
অসহায় ও দরিদ্রদের আশ্রয়স্থল	১৬৭
পরম বন্ধুর সান্নিধ্যে	১৬৯
বিদায় হে উম্মুল মুমিনিন	১৭০
জয়নাব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহুহর আনহার গুণগান	১৭১

প্রিয় নবির প্রিয়তমা-৭

উম্মুল মুমিনিন

জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস বিন আবু জেরার—১৭৩

[রাদিয়াল্লাহু আনহা]

জন্ম	১৭৩
বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ	১৭৫
ইবনু যিশশুফরের মৃত্যু	১৭৬
ইয়াসরিবের চাঁদ	১৭৮
সবচেয়ে বরকতপূর্ণ নারী	১৭৯
আল্লাহ কর্তৃক ভীতি সঞ্চার	১৮১
কোথায় সে উট দুটি?	১৮৩
দয়া ও অনুকম্পা	১৮৪
তাড়াহুড়ো শয়তানের কাজ	১৮৬
নববি দিকনির্দেশনা	১৮৮
আম্মাজানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইবাদতগুজার	১৯৯
বিদায় হজ	১৯০
ওয়াফাতুর রাসুল	১৯১
রহমতের কোলে চিরআশ্রয়	১৯২

প্রিয় নবির প্রিয়তমা-৮

উম্মুল মুমিনিন

উম্মে হাবিবা রমলা বিনতে আবু সুফিয়ান—১৯৪

[রাদিয়াল্লাহু আনহা]

জন্ম ও ইসলাম গ্রহণ	১৯৪
--------------------	-----

রমলা থেকে উন্মে হাবিবা	১৯৫
মহা বিপদ	১৯৬
কী উপায় এখন!	১৯৭
উন্মুল মুমিনিন হওয়ার পূর্বাভাস	১৯৮
উত্তম সুসংবাদ	১৯৯
বরকতময় বিবাহ	২০০
আবরাহার চিঠি	২০১
প্রিয় স্বামীর অন্তরমহলে	২০২
কতই-না উপযুক্ত পাত্র!	২০৩
হাদিস বর্ণনা ও ইবাদত-বন্দেগি	২০৪
কুরাইশদের অঙ্গীকার ভঙ্গ	২০৪
নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানা	২০৬
নিষ্ফল চেষ্টা	২০৮
আল্লাহ তাআলার ওয়াদা	২১০
আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ	২১১
রহমতের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	২১৩
আবু সুফিয়ানের বিদায়	২১৫
রাবেব কারিমের সান্নিধ্যে	২১৬

প্রিয় নবির প্রিয়তমা-৯

উন্মুল মুমিনিন

সাফিয়া বিনতে হুয়াই বিন আখতার—২১৮

[রাদিয়াল্লাহু আনহা]

জন্ম ও বংশ পরিচয়	২১৮
ইহুদিদের শত্রুতা	২১৯
বনু নাজিরকে বিতাড়ন	২২০
বনু কুরাইজা	২২১
খায়বার বিজয়	২২২
বনু নাজিরের ধনভান্ডার	২২৩
সাফিয়ার ইসলাম গ্রহণ	২২৪
নববি আখলাক	২২৫
সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার স্বপ্ন	২২৬

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইহুদি সরদার-কন্যার দুলহান	২২৬
নবিজির পাহারাদার	২২৭
আমার কোনো ক্ষতি হয়নি!	২২৮
কেমন দেখলে আয়েশা?	২৩৯
কেমন করে আপনারা আমার থেকে শ্রেষ্ঠ হবেন?	২৩০
সে সাফিয়া!	২৩১
সত্যবাদী প্রেয়সী	২৩১
সহনশীলা ও সম্মানিতা	২৩২
শেষ বিদায়	২৩৩

প্রিয় নবির প্রিয়তমা-১০

উম্মুল মুমিনিন

মাইমুনা বিনতে হারিস হিলালি—২৩৪

[রাদিয়াল্লাহু আনহা]

ভাগ্যবতী মায়ের ভাগ্যবতী কন্যা	২৩৪
কাজা উমরা	২৩৬
নববি ওলিমা	২৩৭
সে তো আমার ভাগ্নে!	২৩৮
মহাববত ও ভালোবাসা	২৩৯
তাঁর ব্যক্তিত্ব	২৩৯
বরকতময় ভূমির উদ্দেশে	২৪০

প্রিয় নবির প্রিয়তমা-১১

উম্মুল মুমিনিন

জয়নাব বিনতে খুজাইমা বিন হারিস হিলালি—২৪২

[রাদিয়াল্লাহু আনহা]

উম্মুল মাসাকিন	২৪২
বদর যুদ্ধ	২৪৩
উবাইদা বিন হারিসের শাহাদত	২৪৪
অতঃপর বিবাহের প্রস্তাব	২৪৫
আল্লাহর আশ্রয়ে	২৪৬

প্রিয় নবির প্রিয়তমা-১২

নবিজির উপপত্নী

মারিয়া বিনতে শাসউন কিবতিয়া—২৪৭

[রাদিয়াল্লাহু আনহা]

মিসর থেকে হাদিয়া	২৪৭
মারিয়ার ইসলাম গ্রহণ	২৪৯
পুণ্যবতী ও কমনীয়	২৫০
ইবরাহিমের মা	২৫১
ইবরাহিমের মৃত্যু	২৫৩
নবিজির অসিয়ত	২৫৪
বিদায় হে উম্মে ইবরাহিম	২৫৪

প্রিয় নবির প্রিয়তমা-১৩

নবিজির উপপত্নী

রায়হানা বিনতে শামউন বিন জায়িদ—২৫৬

[রাদিয়াল্লাহু আনহা]

রায়হানা বিনতে শামউন	২৫৬
বানর ও শূকরের জাতির ভাইদের অবরোধ	২৫৭
বনু কুরাইজার ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালা	২৫৮
রায়হানার ইসলাম গ্রহণ	২৫৯
রায়হানা রাদিয়াল্লাহু আনহার নির্বাচন	২৬১
নবিজির একাধিক বিবাহের নেপথ্যে হেকমত	২৬২

प्रिय तयि
प्रियतमा



প্রিয় নবির প্রিয়তমা-১
উম্মুল মুমিনিন
খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ আসাদি
(রাদিয়াল্লাহু আনহা)

তাহেরা^[১]

উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা। কুরাইশ বংশের শাখা-গোত্র বনু আসাদের একজন সম্ভ্রান্ত নারী। খুওয়াইলিদ তাঁর পিতা। পিতামহের নাম আসাদ। প্রপিতামহ আবদুল উজ্জা বিন কুসাই। তিনি ছিলেন সকল নারীর সরদার। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম স্ত্রী। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি দ্বিতীয় কোনো বিয়ে করেননি। পৃথিবীর বুকে ইসলামকে আলিঙ্গনকারী প্রথম ব্যক্তি। তাঁর আগে না কোনো পুরুষ ইসলামধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন, না কোনো নারী।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা বংশ তাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষ কুসাইর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। সেই সূত্র ধরেই নবিপত্নীদের মধ্যে বংশের দিক থেকে তিনি ছিলেন তাঁর অন্যতম নিকটবর্তী স্ত্রী। ছোটবেলা থেকেই ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত এক পরিবারে তিনি বেড়ে ওঠেন। চারিত্রিক পবিত্রতা ও সম্ভ্রম রক্ষায় অতিশয় কঠোর হওয়ায় ইসলাম-পূর্ব যুগে তাকে ‘তাহেরা’ বলে ডাকা হতো।

ফাতেমা বিনতে জায়েদা আল-আমেরি তাঁর মা। আমের বিন লুয়াইর বংশধর হওয়ায় তিনিও কুরাইশ গোত্রের ছিলেন। বাবা খুওয়াইলিদ ইসলামপূর্ব যুগে ফিজার যুদ্ধের^[২] আগেই মারা যান। তিনি ছিলেন তাঁর গোষ্ঠীর সম্ভ্রান্ত একজন ব্যক্তি। মক্কায়ে গিয়ে বনু

[১] আত তাবাকাত আল-কুবরা, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১১-১৫। আল-ইসবাহ, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৯৯-১০৩। উসদুল গাবাহ, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৭৮-৮৫। আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১২৭-১৩০। আল-ইসতিআব, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৭৯-৩৮৬। সিয়াক আলামিন-নুবালা, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১০৯-১১৭। সিফাতুস-সফওয়া, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭-৯।

[২] ইসলাম-পূর্ব যুগে কায়সে আয়লান এবং কুরাইশ ও তার মিত্র শক্তি কিনানার মাঝে সংঘটিত একটি যুদ্ধ। ফিজার শব্দটির অর্থ : পরস্পর অপরাধ ও গুনাহে লিপ্ত হওয়া। যেহেতু এই যুদ্ধটি নিষিদ্ধ মাসে সংঘটিত হয়েছে, তাই এই যুদ্ধকে ‘ফিজার যুদ্ধ’ বলা হয়।

আবদুদদার ইবনু কুসাই গোত্রের সঙ্গে তিনি মৈত্রীচুক্তি স্থাপন করেন। আর কুরাইশরা তাদের মিত্রদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতো। সেই সুবাদে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা হিন্দ বিন নাবাশ বিন জারারা তামিমির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পর এই ঘরে তাঁর দুই সন্তান জন্ম লাভ করে। একজনের নাম হিন্দ। অপরজনের নাম হালা। হিন্দের দিকে সম্বন্ধ করেই খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে উম্মে হিন্দ (হিন্দার মা) বলে ডাকা হতো। আর অপর সন্তান হালার দিকে সম্বন্ধ করে তাঁর স্বামীকে ডাকা হতো আবু হালা।

আবু হালার মৃত্যুর পর তিনি মাখজুম গোত্রের আতিক বিন আবিদ বিন আবদুল্লাহকে বিয়ে করেন। এই ঘরে তিনি এক কন্যাসন্তান জন্ম দেন। তার নামও ছিল হিন্দ। এই মেয়েকে তিনি চাচাতো ভাই সাইফি ইবনু উমাইয়ার সঙ্গে বিয়ে দেন। মেয়ের ঘরে মুহাম্মদ নামে তার এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার কারণেই এই মুহাম্মদের বংশধরকে বনু তাহেরা (তাহেরার বংশধর) বলা হয়।

ব্যবসায়ী খাদিজার সঙ্গে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত নবি

খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ ছিলেন একজন ব্যবসায়ী নারী। বংশ, সম্মান, মর্যাদা, সম্পদ ও ঐশ্বর্য এবং রূপগুণ, সৌন্দর্য ও সুরুচিতায় তিনি ছিলেন কুরাইশ নারীদের অন্যতম। দ্বিতীয় স্বামী আবু হালার মৃত্যুর পর তিনি লোকদের ভাড়া করতেন। তারা মুদারাবার^[৩] ভিত্তিতে তাঁর সম্পদ ব্যবসায় খাটাতেন। তিনি তাদেরকে এর থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ লভ্যাংশ দিতেন। কুরাইশের যেকোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই তাকে বিয়ে করার আগ্রহ লালন করতেন।

মক্কায় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সকলেই এক নামে চিনতেন। সবার কাছেই তিনি ‘আস সাদিকুল আমিন’ তথা সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত মানুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর এই সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা এবং অনুপম চরিত্রের কথা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছেও গোপন থাকেনি। তিনি নবিজির এসব গুণপনার কথা জানতে পেরে একজন লোক মারফত তাঁর কাছে এই আরজি পেশ করেন, তিনি যেন তাঁর মালামাল ব্যবসার উদ্দেশ্যে শামে নিয়ে যান। এই ব্যবসায়িক সফরে সফরসঙ্গী হিসেবে থাকবে তাঁরই গোলাম মাইসারা। ফিরে আসার পর ইতিপূর্বে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের যা দেওয়া হতো, তার চেয়ে দ্বিগুণ দেওয়া হবে তাঁকে।

[৩] মুদারাবা ব্যবসার একটি প্রকার। যেখানে পুঁজি লগ্নি করে একজন আর শ্রম বিনিয়োগ করে অন্যজন। পুঁজি ও শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্জিত লাভের নির্দিষ্ট একটি হার পারস্পরিক সম্মতিতে শ্রমদাতার জন্য ধার্য করা হয়। -
উসদুল গাবাহ: খণ্ড : ৭ পৃষ্ঠা : ৮০, ৮১। আল-ইসবাহ: খণ্ড : ৮ পৃষ্ঠা : ১০০, ১০১।